বিরামচিহ্ন

- বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ (হর্ষ, বিষাদ), জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে
  বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
- বাক্যগঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখানোর জন্য বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
- বিরাম চিহ্নের আরেক নাম যতি চিহ্ন।
- ১৮৪৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যতি চিহ্নের ব্যবহার শুরু করেন।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি'তে প্রথম যতি চিহ্নের সফল প্রয়োগ ঘটান ।
- যতি চিহ্নের সংখ্যা ১৬টি, মতান্তরে ১২টি।
- বিরাম চিহ্নকে ২ ভাগে ভাগ করা যায় ।
- বাক্যান্তর্গত বিরাম চিহ্ন । যেমন : কোলন ,কমা ইত্যাদি
- প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন । যেমন : প্রশ্নবোধক , দাড়ি ইত্যাদি
- বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্ন ৯টি।
- হাইফেন, ব্রাকেট, ইলেক এই ৩টিকে যতি চিহ্ন বলা হলেও বিরাম চিহ্ন বলা যায় না।
- বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্ন নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতি কালের পরিমাণ নির্দেশিত হলো :

যতিচিহ্নর নাম	**আকৃতি**	**বিরতি-কাল-পরিমাণ**
কমা	,	১(এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন।
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়।
দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	।	এক সেকেন্ড।
জিজ্ঞাসা চিহ্ন	?	ঐ
বিস্ময় চিহ্ন	!	ঐ

➢	কোলন	:	ঐ
➢	কোলনড্যাস	:-	ঐ
➢	ড্যাস	-	ঐ
➢	হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই।
➢	ইলেক বা লোপচিহ্ন	’	থামার প্রয়োজন নেই।
➢	উদ্ধরণ চিহ্ন	“ “	‘এক’ উচ্চারণে যে সময় লাগে।
➢	ব্র্যাকেট (বন্ধনী- চিহ্ন)	( )	থামার প্রয়োজন নাই।
➢		{ }	থামার প্রয়োজন নাই।
➢		[ ]	থামার প্রয়োজন নাই।

- **কমা [পাদচ্ছেদ (,)]**

➢ বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতা বা অর্থবিভাগ দেখানোর জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন সেখানে কমা ব্যবহৃত হয়।
যেমন : সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।

➢ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি সবগুলোর পরই কমা বসবে।
যেমন : সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য একই মালিকার পুষ্প।

➢ সম্বোধনের পরে কমা বসাতে হয়। যেমন : রশিদ, এদিকে এসো।

➢ জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ডবাক্যের পরে কমা বসবে।
যেমন : কাল যে লোকটি এসেছিল, সে আমার পূর্বপরিচিত।

➢ উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে (খণ্ডবাক্যের শেষে) কমা বসাতে হবে।
যেমন : সাহেব বললেন, ‘ছুটি পাবেন না।’

➢ মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর ‘কমা’ বসবে।
যেমন : ১৬ই পৌষ, বুধবার, ১৩৯৯ সন।

➢ বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসবে।
যেমন : ৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১০০০।

➢ নামের পরে ডিগ্রিসূচক পরিচয় সংযোজিত হলে সেগুলোর প্রত্যেকটির পরে কমা বসবে।

যেমন : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, এম.এ.পি-এইচ.ডি।

- **সেমিকোলন (;)**

➢ কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে, সেমিকোলন বসে।
যেমন : সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ আমরা, এ মায়ার বাঁধন কি সত্যিই দুচ্ছেদ্য?

একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে মাঝে সেমি কোলন বসে । যেমন : আমি শুধু তাদের কাহিনি দেখতে এসেছিলাম ; কোথাকার জল কোথায় গিয়ে পড়ে ।

দুটি বাক্যের মাঝে নিকট সম্পর্ক বা অর্থের সমন্ধ থাকলে
- ও ক্রিয়া।
- **দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।)**

➢ বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করতে হয়। যেমন : শীতকালে এ দেশে আবহাওয়া শুষ্ক থাকে।

- **প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)**

➢ বাক্যে কোনোকিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নোত্তরবোধক চিহ্ন বসে। যেমন : তুমি এখন এলে? সে কি যাবে?

- **আবেগ বা বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন (!)**

➢ হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে এ সম্বোধন পদের পরে (!) চিহ্নটি বসে।
যেমন :আহা! কী চমৎকার দৃশ্য। জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণস্থলে।
কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন স্থলে কমা চিহ্নের ব্যবহার করা হয়।

- **কোলন (:)**

➢ একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : সভায় সাব্যস্ত হলো : একমাস পরে নতুন সভাপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

- **ড্যাস (-)**

➢ যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাস ব্যবহৃত হয়।

যেমন:তোমরা দরিদ্রের উপকার কর- এতে তোমাদের সম্মান যাবে না-বাড়বে।

➢ উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে হলে কোলন ও ড্যাস চিহ্ন একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

যেমন : পদ পাঁচ প্রকার :- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়

- **কোলনড্যাস (:-)**

➢ কোলনড্যাসে 'এক সেকেন্ড' থামতে হয়। উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে গেলে কোলনচিহ্ন ব্যবহার করতে হয়।

- **ইলেক (') বা লোপ চিহ্ন**

➢ কোনো বর্ণ বিশেষের লোপ বোঝাতে বিলুপ্ত বর্ণের জন্য (') লোপচিহ্ন নেওয়া হয়।

যেমন :মাথার 'পরে জ্বলছে রবি ('পরে = ওপরে), পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা'রা? (কা'রা = কাহারা)

- **ব্যাকরণিক চিহ্ন**

➢ বিশেষভাবে ব্যাকরণে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হয়।

➢ ধাতু বোঝাতে ( ) চিহ্ন : স্থা = স্থা ধাতু

➢ পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (<) চিহ্ন : জাঁদরেল < জেনারেল

➢ পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (>) চিহ্ন : গঙ্গা > গাঙ

➢ সমানবাচক বা সমন্তবাচক বোঝাতে সমান (=) চিহ্ন : নর ও নারী = নরনারী

সংক্ষিপ্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

➢ বাক্যের পরিসমাপ্তি বুঝানোর ক্ষেত্রে দাড়ি (।) বসে।

➢ হৃদয়ের আবেগ বুঝানোর ক্ষেত্রে বিস্ময় চিহ্ন (!) বসে।

➢ বর্ণের লোপ বুঝানোর ক্ষেত্রে ইলেক বা লোপ চিহ্ন (') বসে।

➢ প্রত্যক্ষ উক্তি বুঝানোর ক্ষেত্রে উদ্ধরণ চিহ্ন (" ") বসে।

➢ প্রশ্ন করা বুঝানোর ক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) বসে।

➢ অপূর্ণ বাক্যের পর অন্য কোন বাক্যের অবতারণা করা বুঝানোর ক্ষেত্রে কোলন চিহ্ন (:) বসে।

➢ সময় নির্দেশ বুঝানোর ক্ষেত্রে কোলন চিহ্ন (:) বসে।

- জটিল ও যৌগিক বাক্যে একাধিক বাক্যের সংযোগ / সমন্বয় বুঝানোর ক্ষেত্রে এবং অসম্পূর্ণ বাক্যের শেষে ড্যাস চিহ্ন (-) বসে।
- ব্র্যাকেট চিহ্ন ৩ টি (সাধারণত গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় এবং বাংলায় ব্যাখ্যা বুঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়)।
- একটি পূর্ণ বাক্যের পরে চিহ্ন বসতে পারে ৩ টি প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?), দাড়ি (।) এবং বিস্ময় চিহ্ন (!)।
- প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?), দাড়ি (।) এবং বিস্ময় চিহ্ন (!) ৩ টি চিহ্নকে প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন বলা হয়।
- সম্বোধনের পর বসে কমা / পাদচ্ছেদ(,)।
- পূর্বে সম্বোধনের পর বসে বিস্ময় চিহ্ন (!)
- ধাতু বুঝাতে বসে (√)
- বাক্য মধ্যস্থ কোনো অব্যয়ের পরিবর্তে সেমিকোলন (;) বসতে পারে
- বাক্য মধ্যস্থ কোন বিভক্তির পরিবর্তে হাইফেন (-) বসতে পারে
- পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বুঝানোর ক্ষেত্রে “>”বসে ।
- পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বুঝানোর ক্ষেত্রে “<”বসে ।
- ব্যাকরণিক চিহ্ন ৪টি (y, >, <, =)।
- কোনো কথার দৃষ্টান্ত/বিস্তার বুঝানোর ক্ষেত্রে ড্যাস চিহ্ন (_) বসে।
- উদাহরণ দিতে কোলন ড্যাস চিহ্ন হয়।
- সমাসবদ্ধ শব্দ পৃথক করতে হাইফেন চিহ্ন (-) দিতে হয়।
- ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ১ম বন্ধনী ( ) দিতে হয়।